Haldia Government College

Affiliated to Vidyasagar University

ESTD: 1988

Project on - Dowry as a Social Problem

পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর
গ্রামের ওপর একটি
সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

Name- Supriya Jana

Subject- Sociology (H)

Semister- 6th

Paper- D.S.E. 4 T

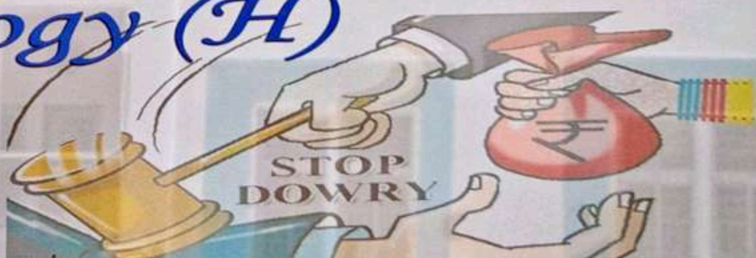

College Roll No.- HGC/SOCH/20/48

University Roll No.- 1116116-200250

Registration No.- 1160224 of 2020-21

Session- 2020 - 2023

-: ঘোষণা পত্র :-

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষুদ্র সমীক্ষা শীর্ষক যে অনুসন্ধানমূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে। এই গবেষণামূলক প্রকল্পটির কাজ আমি অধ্যাপক ড: হাসিবুর রহমান এর অধীনে সম্পূর্ণ করেছি। সঙ্গে আমি আরও ঘোষণা করছি যে এই অনুসন্ধান কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যত্র কোথাও উপস্থাপন করিনি এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

Signature of Supervisor

Signature of Candidate

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgment)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে উপস্থাপিত এই গবেষণাপত্র। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রকল্পটি সম্পাদন ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক তথা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান ড. হাসিবুল রহমান স্যার কে, যার নির্দেশিত পথে অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করেছি। সেই সঙ্গে বিশেষত জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. অনিন্দ্য চ্যাটার্জি ও দেবাশীষ রায় মহাশয় কে, সমীক্ষা ও গবেষণা কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি।

আমি বিশেষ জানাই সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। মহারাজ বাসুদেবপুর গ্রামের প্রত্যেক উত্তরদাতা যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের শ্রীপাদ পদ্মে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে জানাই সেই সকল মনীষীদের যাদের বই পুস্তক থেকে আমরা গবেষণাটি করতে ও তার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ জানাই আমার সকল সহপাঠী সাথী বন্ধুদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে বলি যে গবেষণাটিকে সঠিক ভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী।

এই বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি, তা আমার বিদ্যা গুরুর শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন করলাম।

তারিখ –

স্থান –

ইতি

সুপ্রিয়া জানা

ষষ্ঠ সেমিস্টার, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র (content)

① ঘোষণা পত্র

② কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা (a) সামাজিক সমস্যা (b) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ (c) মাদকাসক্তির সংজ্ঞা (d) মাদকাসক্তির ইতিহাস (e) মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্য	1 – 3
১.১. বিষয় নির্বাচন	4
১.২. পুস্তক পর্যালোচনা	5 – 6
১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য	7 – 8
১.৪. গবেষণাপদ্ধতি বা পদ্ধতিবিদ্যা	9 – 10
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	11 – 32
তৃতীয় অধ্যায়: জীবন বৃত্ত	33 – 38
চতুর্থ অধ্যায়: সারাংশ ও উপসংহার বা মন্তব্য	39 – 40

অধ্যায়ের নাম :- সমস্যা

প্রথম অধ্যায় :

১. ভূমিকা (Introduction) :-

সামাজিক সমস্যা :-

মানুষ যে দিন থেকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেছে ঠিক সে দিন থেকে সামাজিক সমস্যা উদ্ভব ঘটেছে, সামাজিক সমস্যা হল এমন অপ্রত্যাশিত অবস্থা যা সমাজ হতেই সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন, তবে কোনো সংজ্ঞাকেই পরিপূর্ণ বলা যায় না।

- হর্টন ও লেসলি বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা হলো এমন এক সামাজিক অবস্থা যা সমাজের অধিকাংশ লোকের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং সম্মিলিতভাবে যা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।"
- ফ্রাইডেন - এর মতে, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন এক সামাজিক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব এবং হতাশা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।"

সামাজিক বিজ্ঞানীদের সামাজিক সমস্যার বিভিন্ন সংজ্ঞার পর্যালোচনা বোঝা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হল এমন এক অনাকাঙ্ক্ষিত সামাজিক পরিস্থিতি যা অধিকাংশ সমাজবাসীর উপর চাপ, উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব, হতাশা ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে।

সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ :-

প্রতিটি সমাজেই নানা ধরনের সমস্যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে কোনো সমস্যাই সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয় না। বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সমস্যাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন সেগুলি হল ---

১ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যেগুলি উদ্ভূত।

২ যেগুলি জনসম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও বিকাশের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে।

৩ যেগুলির উৎস ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক অনুশাসনের জন্য।

④ সমাজের মহিলার সংস্কৃতিকে অন্যতম দ্রব্যের মতো দেওয়া পূর্ণ হয়।

পণপ্রথার সংজ্ঞা :- একটি নির্দিষ্ট পরিবারের বিবাহের সময় যদি ছেলে পক্ষ নিজেদের স্বার্থে ও বলপূর্বক মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে কিছু উপহার, উপঢৌকন, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, ইত্যাদি জোরপূর্বক চেয়ে বসে, তাকেই পণ বা যৌতুক বলা হয়।
আর বর্তমান সমাজে এই একটা প্রথা হয়ে উঠেছে, এই রীতি বা প্রথাই হল পণপ্রথা।

পণপ্রথার ইতিহাস :- মানুষের জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। আর পণপ্রথা হল হৃদয়হীন সমাজের নিষ্ঠুর পাশবিকতার অন্যতম হাতিয়ার, নারীর এই অভিশাপ হৃদয়ের চির অন্ধকারের নয়। এই প্রথা মানসিকতার পরিচয় আজও বহন করে রাজাদের কন্যা সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুভদ্রা উপাখ্যানে। আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার মাধ্যমে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিশেষ বাড়তে থেকেছিল অস্বা-ভাবিক হারে। কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ার আগে পাত্রস্থ করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতা-মাতা। মোটা অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে চতুর্থ স্ত্রীর মাথায় দাঁড়াতেন কুলীন বৃদ্ধের দল, এ হল আমাদের পণ ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য :- পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথার আমরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি সেগুলি হল ——

① পণ প্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।
② শিক্ষিত মেয়েরাই তো প্রথম পর্যন্ত পণপ্রথার শিকার হয় সেই সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে কারণ অনুসন্ধান করা।
③ সমাজের বিবাহে পণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

④ মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে আত্মরক্ষা সম্পর্কে কি তা জানা।

⑤ পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি পণের বিনিময় প্রথা বাড়ছে তা জানা অত্যন্ত জরুরি।

⑥ বিবাহের ক্ষেত্রে এবং পণের প্রকৃতি বিচার করা।

⑦ সামাজিক সমস্যা হিসেবে পণ সম্পর্কে এর ধারণা কি তা জানা।

⑧ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।

⑨ পণের পরিবর্তে রূপ এবং বর্তমানে সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে জানা।

⑩ পণের জন্য মহিলারা তার শ্বশুরবাড়িতে কতটা অত্যাচারিত হয় তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

১.১. বিষয় নির্বাচন :- বর্তমান সমাজের নানা ধরনের সমস্যা আমরা লক্ষ্য করে থাকি, যাকে আমরা সামাজিক সমস্যা বলি। আবার এই সামাজিক সমস্যা নানা ধরনের হয়ে থাকে। যেমন – মদ্যপান, আত্মহত্যা, দারিদ্রতা, চুরি / ডাকাতি, জোতদারী, পণপ্রথা ইত্যাদি। এই সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আমি সমীক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে এই পণপ্রথা বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি কারণ, আমরা আজ ২০২৩ এ দাঁড়িয়ে যেখানে আমরা নিজেকে আধো শিক্ষিত বলে দাবি করছি, আজ বিজ্ঞান কত উন্নত, এই উন্নত সমাজে দাঁড়িয়ে গরীব পরিবারের বাবা-মা তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেনা তার একমাত্র কারণ হল এই 'পণপ্রথা', বিবাহের সময় ছেলে পক্ষ নিজেদের স্বার্থে মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, সোনা, সম্পত্তি ইত্যাদি আরও নানা ধরনের জিনিস জোরপূর্বক দাবি করে আর ছেলেরা যদি মেয়ে পক্ষ দিতে না পারে তাহলে সেই মেয়েটাকে বিয়ে করেনা আর যদিও তাদের বিয়ে হয় তাহলে মেয়েটির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শারীরিক, মানসিক অত্যাচার করে থাকে। আবারও কখনোও বধূহত্যা, খুনও করে থাকে। এই আধুনিক সমাজের শহরাঞ্চলে এই সমস্যা খুব একটা দেখা না গেলেও গ্রামগুলোর দরিদ্র পরিবারে এই সমস্যা অবিরত ঘটে চলেছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই সমস্যা খুব একটা দেখতে না পাওয়া গেলেও পশ্চিম বাংলার বাইরে এই সমস্যা খুবই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন- পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, হরিয়ানা ইত্যাদি জায়গা গুলিতে এই 'পণ-প্রথার' দ্বারা মেয়েরা অত্যাধিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সেই কারণে এই 'পণপ্রথা' সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা বা অধিক জানার ইচ্ছের কারণে সমীক্ষা প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমি এই 'পণপ্রথা' নামক বিষয়টিকে নির্বাচন করেছি।

১.২. পূর্ববর্তী পর্যালোচনা :-

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম পণপ্রথা। এটি ভারতবর্ষে জুড়ে শুধু বিবাহ নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে। সনাতন সমাজে এটি প্রচলিত হয়েছিল মানুষের সৌহার্দ্যতাকে নিয়মের জন্য, এটি উভয়ের পরিবার ও বিবাহ সূত্রে মিলনের পরিচায়ক। এই বিবাহ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও এটির সমাজভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু একটি প্রক্রিয়া হিসাবে বিবাহের প্রক্রিয়া উপস্থিতি সর্বত্র। আর এই বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক অঙ্গাঙ্গি জড়িত রয়েছে। এই পণপ্রথার আইনবহির্ভূত স্বীকৃতি নেই তবুও দেখা যায় কন্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমাণে পণ দান করে। এর কারণ হিসাবে সমস্ত সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কন্যার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরণ হিসেবে রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়, যারা বিবাহের পর বরপক্ষকে বহু পরিমাণ যৌতুক দান করেন, দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের পণদান ও গ্রহণ আইনত স্বীকৃত না হলেও সমাজ স্বীকৃত রূপে প্রচলিত, মুসলিম হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় ভারতের খ্রিস্টানদের মধ্যেও এই পণপ্রথা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে কোথাও সমান প্রথমে যারা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ পণ দান করে। (Ahuja Mukesh ,1996).

পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি অভিশাপ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীদের স্ত্রীকে দুর্বিষহ করে তোলে এই পণপ্রথা। আমরা যদি আমাদের সমাজ থেকে কিছুটা বেরিয়ে বাইরে গিয়ে সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে পণপ্রথার অস্তিত্ব নেই। আমরা দেখতে পারি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যেহেতু আমরা অন্যান্য দেশ থেকে বাণিজ্য শিখেছি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তি ইত্যাদির দিক থেকে আমরা নিজের মত করে উন্নতি ঘটালেও আমাদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনে উন্নতি হয়নি। এই দিক থেকে প্রাচীন মানুষের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই। (G.R. Madan 1933).

পণপ্রথার লোলুপতা আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যা ভালোকে মনে করে তাদের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি, যে কতটা পণ দেবে সেটাই যেন তাদের জোর দিয়ে দিতে তাদের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্ণয়। এই কারণেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রথাটি বর্তমানে পণ্য বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলতে পারি যে বিবাহ হল কামনার স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার বৈধ সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তার বা সন্তান গ্রহণের লক্ষ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি তাই? সাইকোলজি বিভাগ ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পণপ্রথার ক্রমবর্ধমান আলোচনায় এসে ইতিহাস ও স্মৃতিশাস্ত্রের পাতায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পণপ্রথা বা উপহার দান প্রথা অন্যতম অর্থনৈতিক প্রথা বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোনো বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তথা বৈদিক সমাজে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আদি বিশুদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বিবাহের জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে কন্যা এবং অর্থের বাড়তি দানের রীতি চালু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বৈদিক সমাজের কন্যাদানের দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, মহুয়া, মলুয়া এবং কাঞ্চনমালাতে তার প্রমাণ মেলে। (Ram Ahuja 1996).

Ram Ahuja তাঁর "Social problem in India" নামক গ্রন্থে "Dowry Death" সম্পর্কে বলেছেন "Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murder by the greedy husband and in-laws have indeed become a cause of great concern for parents, legislators, police, courts and society as a whole."

১.৩. গবেষণার উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of the Study) :-

প্রত্যেক কাজেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ হয় না, ঠিক তেমনই 'পণপ্রথা' সম্পর্কে গবেষণা করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। 'পণ' কি এবং কেন এখনও প্রচলিত আছে আর এই পণপ্রথার জন্য সমাজের মহিলারাই কেন এখনও অত্যাচারিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে অধিক ধারণা পাওয়া ও নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য, এই পণপ্রথা শহরাঞ্চলে খুব একটা দেখতে পাওয়া না গেলেও গ্রামাঞ্চলে পণপ্রথার এখনও আমরা লক্ষ্য করে থাকি, পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা বা তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথে সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই পণপ্রথা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

- প্রথমেই মানুষের জানা দরকার 'পণ' কি, পণ হলো বিয়ের সময় ছেলে পক্ষ যদি মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, সম্পত্তি ইত্যাদি দাবি করে থাকে তাকে আমরা 'পণ' বলে থাকি। এই পণপ্রথা যাতে আর চালাতে দেওয়া না হয় বা এই পণপ্রথা নামক অভিশাপ কে সমাজ থেকে দূর করার জন্য সমাজের মহিলাদের সেই সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হলো মূল উদ্দেশ্য।
- আজ ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েও যেখানে বিজ্ঞান এত উন্নত আর আমরা সবাই নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করছি, কিন্তু সেই উন্নয়নশীল সমাজেও এখনও কোনো এই পণপ্রথা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সচেতনতা বাড়ানো ও 'পণ' দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করা।
- পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা এখনও চালু থাকার দরুণ মহিলারা তাদের শ্বশুর বাড়িতে নির্যাতিত, শারীরিক-মানসিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তাদের তার মূল্যায়ন করা,

- এই পণপ্রথার মধ্যে যদি কোনো মহিলা অত্যাচারিত হয় তাহলে তিনি কি কোনো আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা তার অনুসন্ধান করা।
- কোনো মহিলার উপর অত্যাচার হয় তাহলে তার উপর কে কে অত্যাচার করে থাকে (যেমন - শ্বশুর - শাশুড়ি, স্বামী, ননদ ইত্যাদি) তার অনুসন্ধান করা।
- সমাজের মানুষেরা যৌতুক বা পণপ্রথার পরিবর্তন চায় কিনা এবং যদিও চায় তা কি ভিত্তিতে হওয়া দরকার সে সম্পর্কে জানা।

১.৪. গবেষণামূলক পদ্ধতিবিদ্যা (Reasearch methadology) :

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অনুযায়ী আমাদের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদের প্রথমে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণ আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ তা করে আসেন বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনা মাথায় রেখে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষা যাত্রা শুরু করার আগে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ তাঁরা সমস্ত বিভিন্নভাবে উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের আগে অনুসন্ধান পরিদর্শন করে এবং সকল সমাজতাত্ত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলিকে মাথায় রেখে এবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ব্লকের অন্তর্গত মুরারিপুর গ্রামটিকে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দরা উল্লেখিত অঞ্চলটিতে মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার আগে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরারিপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে বিষয়ের প্রশ্ন পরিকল্পনা করা দরকার এবং যে সকল জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় এবং কোথা থেকে আমরা মুরারিপুর গ্রামের দিকে রওনা দেব সে বিষয়ে বিভাগটিতে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দরা একটি অনলাইন মিটিংয়ের আয়োজন করেছিল। এই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিতে কীভাবে এবং কী বিষয়ের আচরণ আমরা উত্তরদাতাদের সাথে দেখাবো। মূলত তাই হয় গবেষণামূলক প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য Reasearch Methodology হিসেবে জানানো হয়েছিল।

অতঃপর 2023 সালে 11ই জানুয়ারি সকাল 9:30 মিনিট নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ করার জন্য আমরা মুরারপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই, অবশেষে আমরা দুপুর 12টা নাগাদ সেখানে পৌঁছাই, মুরারপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে যে যার কাজে চলে যাই।

এই গবেষণামূলক প্রকল্পটি মূলত দুই ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য হল প্রাথমিক তথ্য এবং গৌণতথ্য। এই গবেষণামূলক প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা মুরারপুর গ্রামে সেয়দাবাদ বিদ্যালয়ের অতিথিশালার রুমে 11-14 তারিখ পর্যন্ত থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি সামাজিক কার্য সীমিত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ করার জন্য আমরা যেসকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল প্রশ্নমালা, তালিকা, পর্যবেক্ষণ, জীবনবৃত্ত এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি। এছাড়াও আমরা জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করার জন্য নমুনাচয়ন নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেক ধরন রয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতিটি আমরা ব্যবহার করেছি। আবার অন্যদিকে আমরাও জানি যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক ধরন রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা গৌণ তথ্যের সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎসগুলি হল বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, জার্নাল, খবরের-কাগজ, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট, উইকিপিডিয়া, ইউটিউব, মাস্টারমশাই ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

সুতরাং, এক কথায় এই গবেষণামূলক প্রকল্পটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

ভূমিকা :

এই দ্বিতীয় অধ্যায় বা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অধ্যায়ে মুরাদপুর গ্রামের মোট উত্তরদাতা সংখ্যা 110 জনের মধ্যে কতজন উত্তরদাতার বয়স কত; কতজন কোন জাতিতে বসবাস করে এবং তাদের ধর্ম কী?, কোন উত্তরদাতার পেশা কী?, কোন উত্তরদাতার উপার্জন কত?, কাদের কাঁচামাটির বাড়ির ধরন এবং পাকাবাড়ির ধরন, মোট উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটা, এবং তাদের ক্ষেত্রের উপযোগিতা সীমা আর তাদের বিয়ের বয়স কত ছিল তথ্যটা তারা কতজন বয়সে বিয়ে করেছে সেই সবকিছু জানার বা বোঝার জন্য আমরা কতগুলি সারণী তৈরি করেছি সেগুলি নিম্নরূপ —

সারণী নং - 1

উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যা

উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

উৎস: ক্ষেত্রসমীক্ষা

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি তা একত্রিত করে উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার একটি সারণী তৈরি করেছি। সারণী থেকে বোঝা যায় যে এই গ্রামে উত্তরদাতার সংখ্যা 110 জন আর মোট জনসংখ্যা 557 জন।

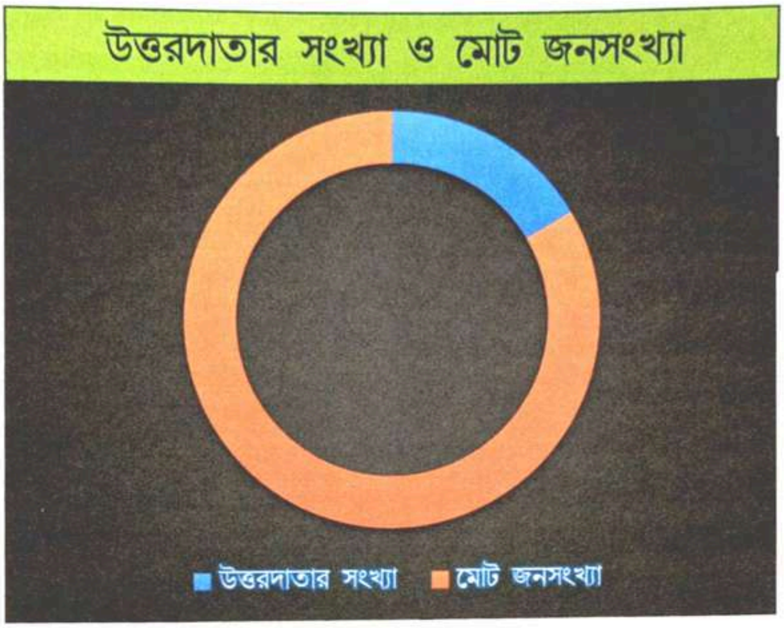
উত্তরদাতার সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যা
উত্তরদাতার সংখ্যা
মোট জনসংখ্যা

সারণী নং - 2

উত্তরদাতার বয়স

বয়স	সংখ্যা	শতকরা (%)
15 - 25	15	13.63 %
26 - 36	21	19.09 %
37 - 47	34	30.90 %
48 - 58	25	22.72 %
59+	15	13.63 %

(সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা)

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি তা প্রাপ্ত করে উত্তরদাতার বয়সের একটি সারণী তৈরি করেছি যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে 15-25 বয়সের মানুষ আছেন 15 জন (13.63%), 26-36 বছর বয়সের মানুষ আছেন 21 জন (19.09%), 37-47 বছর বয়সের মানুষ আছেন 34 জন (30.90%), 48 - 58 বছর বয়সের মানুষ আছেন 25 জন (22.72%), আর 59+ বছর বয়সের মানুষ আছেন 15 জন (13.63%)।

P-14

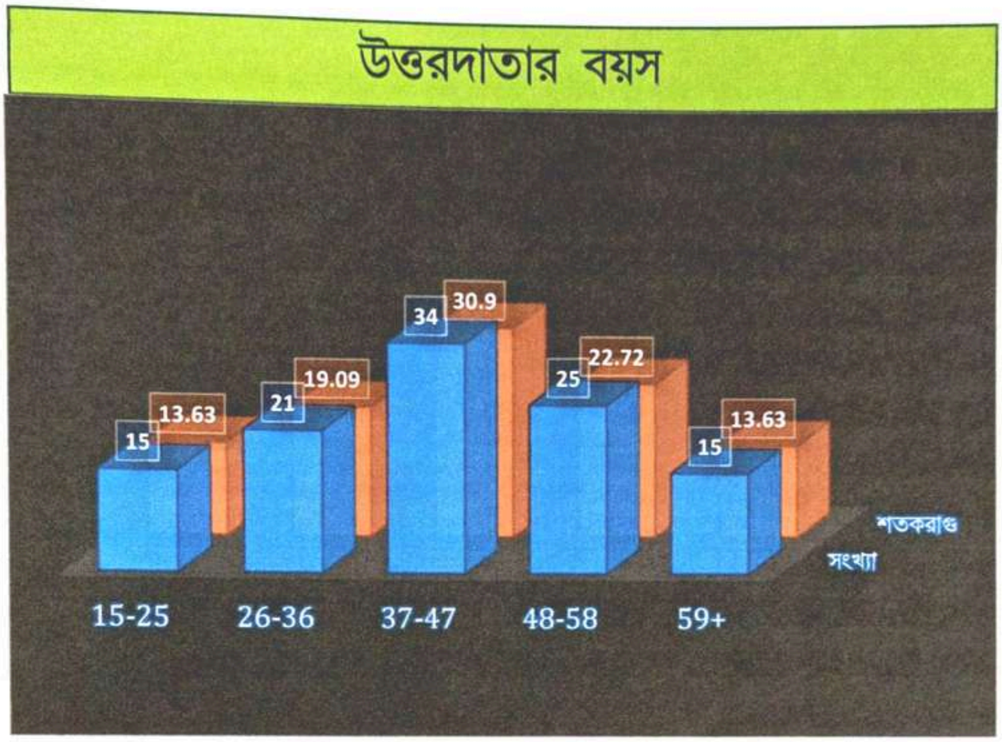
উত্তরদাতার বয়স
15
13.63
21
19.09
34
30.9
25
22.72
15
13.63
শতকরা
সংখ্যা
15-25
26-36
37-47
48-58
59+

3

সারণী নং - 3

জাতি

জাতি	জনসংখ্যা	শতকরা (%)
SC	5	4.54%
ST	4	3.63%
OBC	2	1.81%
General	99	90%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুরাদপুর গ্রামে বাল্যপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি তা প্রকাশিত করে উত্তরদাতার জাতিগত প্রকার সারণী তৈরি করেছি যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে SC জাতির মধ্যে বাস করেন 5 জন (4.54%), ST জাতিতে বাস করেন 4 জন (3.63%), OBC জাতিতে বাস করেন 2 জন (1.81%), আর General জাতিতে বাস করেন 99 জন (99%),

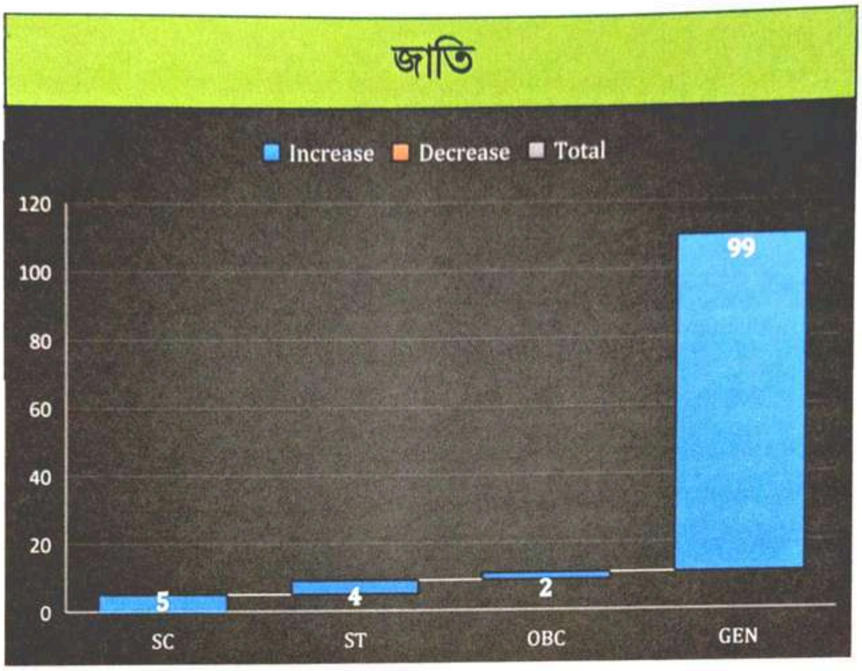
জাতি
Increase
Decrease
Total
120
100
80
60
40
20
0
5
4
2
99
SC
ST
OBC
GEN

সারণী নং - 4

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হিন্দু	100	90.90%
মুসলিম	10	9.09%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুকুন্দপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তর বা তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তা প্রকাশিত করে উত্তরদাতার ধর্মের প্রকাশ সারণী তৈরি করেছি যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে হিন্দু ধর্মে বাস করেন 100 জন (90.90%), এবং মুসলিম ধর্মে বাস করেন 10 জন (9.09%),

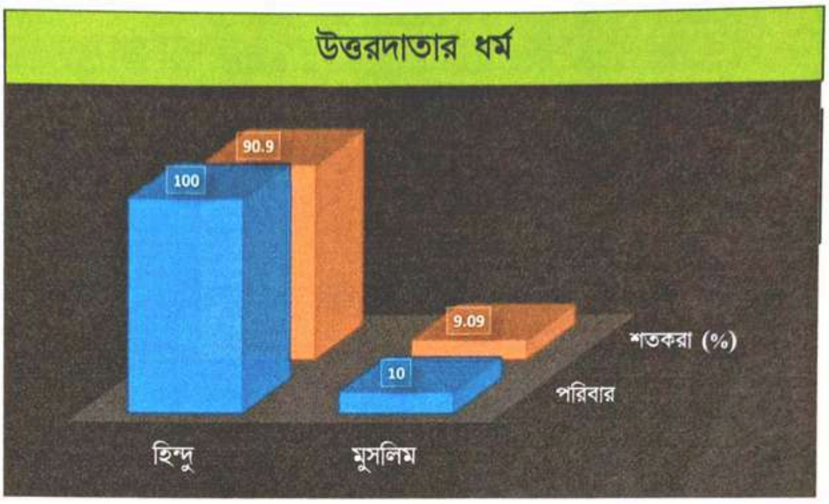
উত্তরদাতার ধর্ম
90.9
100
9.09
10
শতকরা (%)
পরিবার
হিন্দু
মুসলিম

সারণী নং - 5

উত্তরদাতাদের পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা (%)
চাকরি	15	13.63%
কৃষিকাজ	42	38.18%
দিনমজুর	20	18.18%
ব্যবসা	16	14.54%
অন্যান্য	17	15.45%

উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তর আমরা সংগ্রহ করেছি তা একত্রিত করে উত্তরদাতার পেশার একটি সারণী তৈরি করেছি যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে চাকরী জীবি 15 জন (13.63%), কৃষিকাজ করেন 42 জন (38.18%), দিনমজুর করেন 20 জন (18.18%), ব্যবসা করেন 16 জন (14.54%) এবং অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত 17 জন (15.45%),

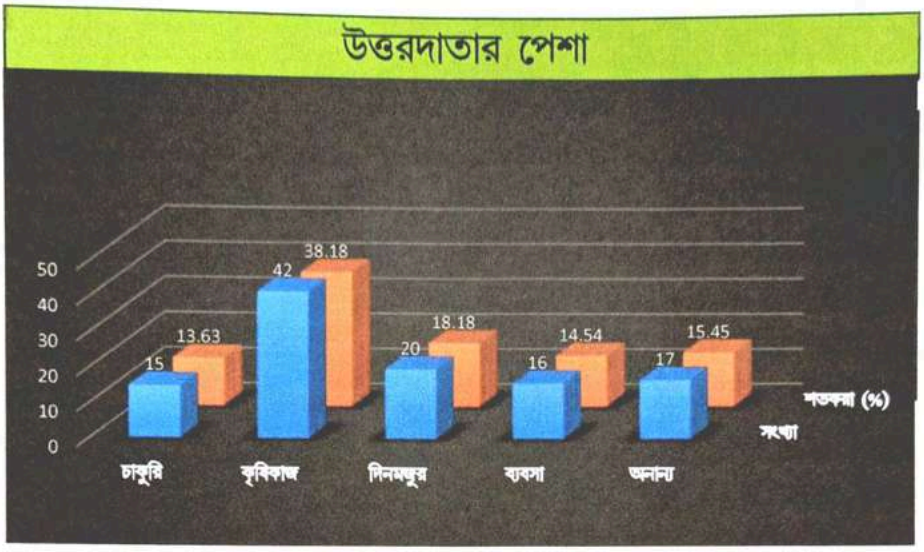
উত্তরদাতার পেশা
50
40
30
20
10
0
15
13.63
42
38.18
20
18.18
16
14.54
17
15.45
চাকুরি
কৃষিকাজ
দিনমজুর
ব্যবসা
অনান্য
শতকরা (%)
সংখ্যা

সারণী নং - 6

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন (টাকা)	সংখ্যা	শতাংশ
40000 এর নীচে	23	20.90 %
40000 - 60000	28	25.45%
61000 - 81000	7	6.36 %
82000 - 100000	27	24.54%
100000 +	25	22.72%

সূত্র: ক্ষেত্রসমীক্ষা

মুরাদপুর গ্রামে পাড়ায় সম্বন্ধে গবেষণা করে যে উত্তরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি তা প্রকাশিত করে উত্তরদাতার উপার্জনের সারণি তালিকা তৈরি করেছি। যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে 40000 এর নীচে উপার্জন করেন 23 জন (20.90%), 40000 - 60000 এর মধ্যে উপার্জন করেন 28 জন (25.45%), 61000 - 81000 এর মধ্যে উপার্জন করেন 7 জন (6.36%), 82000 - 100000 এর মধ্যে উপার্জন করেন 27 জন (24.54%) এবং 100000+ এর বেশি উপার্জন করেন 25 জন (22.72%)

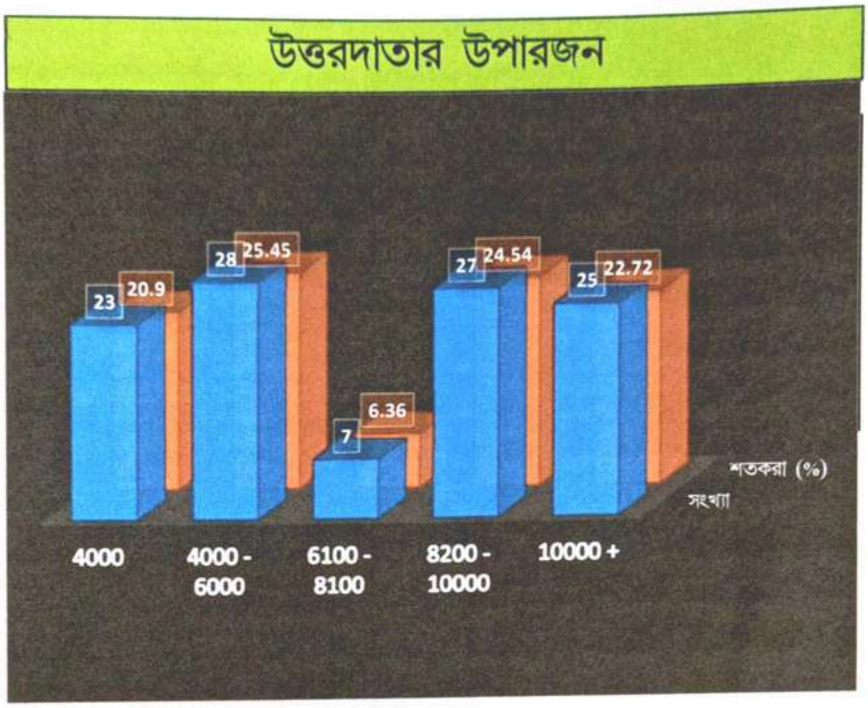
উত্তরদাতার উপারজন
23
20.9
28
25.45
7
6.36
27
24.54
25
22.72
শতকরা (%)
সংখ্যা
4000
4000 - 6000
6100 - 8100
8200 - 10000
10000 +

সারণী নং - ৭

বাড়ির ধরণ

বাড়ির ধরণ	সংখ্যা	শতকরা (%)
কাঁচা	৩৬	৩২.৭২%
পাকা	৭০	৬৩.৬৩%
সেমি পাকা	৪	৩.৬৩%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুরাদপুর গ্রামে পাঠক্রম সম্পর্কে গবেষণা করে যে উত্তরগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি তা প্রকাশ করে উত্তরদাতার বাড়ির ধরনের উপর একটি সারণী তৈরি করেছি যেখানে উত্তরদাতা ১১০ জনের মধ্যে কাঁচা বাড়ি রয়েছে ৩৬ জনের (৩২.৭২%), অপর ~~সেমি~~ পাকা বাড়ি রয়েছে ৭০ জনের (৬৩.৬৩%) এবং সেমি পাকা বাড়ি রয়েছে ৪ জনের (৩.৬৩%),

বাড়ির ধরন
80
60
40
20
0
70
63.63
4
3.63
36
32.72
সেমিপাকা
পাকা
কাঁচা
সংখ্যা
শতকরা (%)

সারণী নং - ৪

পরিবারের ধরণ

পরিবারের ধরণ	সংখ্যা	শতাংশ (%)
একক	65	59.09%
যৌথ	45	40.90%

সূত্রঃ ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে পরিবারের ধরণের উপর যে সারণী তৈরি করেছি সেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে একক পরিবারে বাস করেন 65 জন (59.09%) এবং যৌথ পরিবারে বাস করেন 45 জন মানুষ (40.90%)

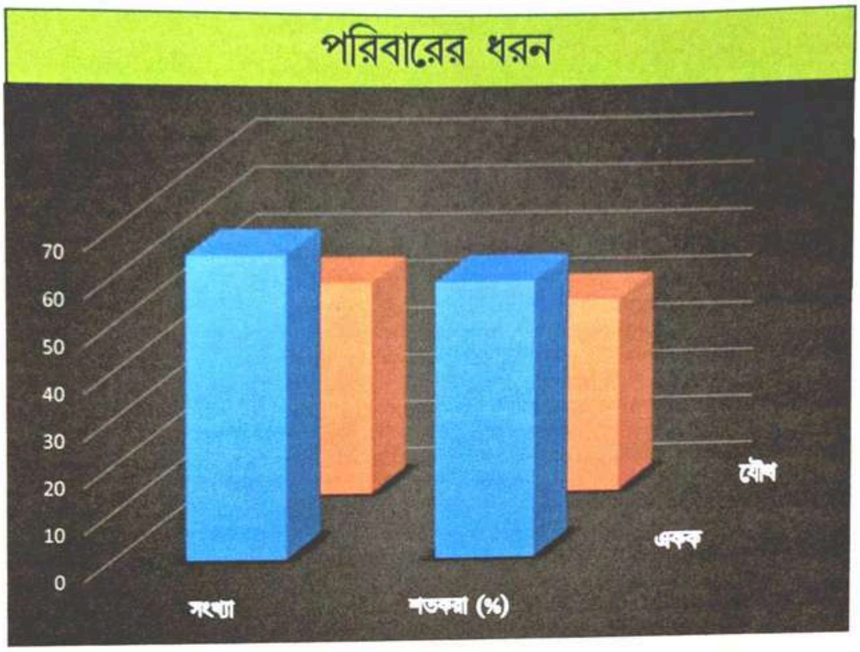
পরিবারের ধরন
70
60
50
40
30
20
10
0
সংখ্যা
শতকরা (%)
একক
যৌথ

সারণী নং - ৯

উত্তরদাতার শিক্ষা

	Illiterate	I-V	V-xi	xi-xii	BA+
সংখ্যা	11	30	45	15	৯
শতকরা	10%	২৭.২৭%	40.90%	13.63%	8.18%

সূত্র: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে উত্তরদাতার শিক্ষার উপর যে সারণী তৈরি করেছি সেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে Illiterate এর পড়েছেন 11 জন (10%), I-V এর মধ্যে পড়েছেন 30 জন (২৭.২৭%), V-xi এর মধ্যে পড়েছেন 45 জন (40.90%), xi-xii এর মধ্যে পড়েছেন 15 জন (13.63%) এবং BA+ পড়েছেন ৯ জন (8.18%) এর মানুষ।

উত্তরদাতার শিক্ষা
50
40
30
20
10
0
11
10
30
27.27
45
40.9
15
13.63
9
8.18
Illiterate
I - V
V - XI
XI - XII
BA+
শতকরা (%)
সংখ্যা

সারণী নং - 10

যৌতুকের বৈশিষ্ট্য

যৌতুকের বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	শতকরা (%)
জায়গা	13	11.81%
আসবাবপত্র	19	17.27%
যানবাহন	0	0%
নগদটাকা	32	29.09%
ইলেকট্রনিক পণ্য	0	0%
কিছুই নেয়নি	46	41.81%

উৎস: ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে যৌতুকের বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর একটি সারণী তৈরি হয়েছে, যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে জায়গা নিয়েছেন 13 জন (11.81%), আসবাবপত্র নিয়েছেন 19 জন (17.27%), যানবাহন যৌতুক হিসেবে কেউ নেয়নি, নগদ টাকা নিয়েছেন 32 জন (29.09%), ইলেকট্রনিক পণ্য যৌতুক হিসেবে কেউ নেয়নি, এবং তাদেরই আছেন যারা জমা বা যৌতুক হিসেবে কোনো কিছুই নেয়নি 46 জন (41.81%) মানুষ।

যৌতুকের কৌশল
50
40
30
20
10
0
গয়না
আসবাবপত্র
যানবাহন
নগদ টাকা
গৃহপালিত পশু
কিছু না নেওয়া
শতকরা (%)
সংখ্যা

সারণী নং - 11

বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতকরা (%)
11 - 15	14	12.72%
16 - 20	61	55.45%
21 - 25	16	14.54%
26+	16	14.54%
অবিবাহিত	3	22.72%

উৎস : ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণীতে বিবাহের বয়সের জন্য সারণী তৈরি করেছি যেখানে মোট উত্তরদাতা 110 জনের মধ্যে 11-15 বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 14 জন (12.72%), 16-20 বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 61 জন (55.45%), 21-25 বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 16 জন (14.54%), 26+ বয়সের মধ্যে বিয়ে করেছেন 16 জন (14.54%), আর অবিবাহিত রয়েছে 3 জন (22.72)।

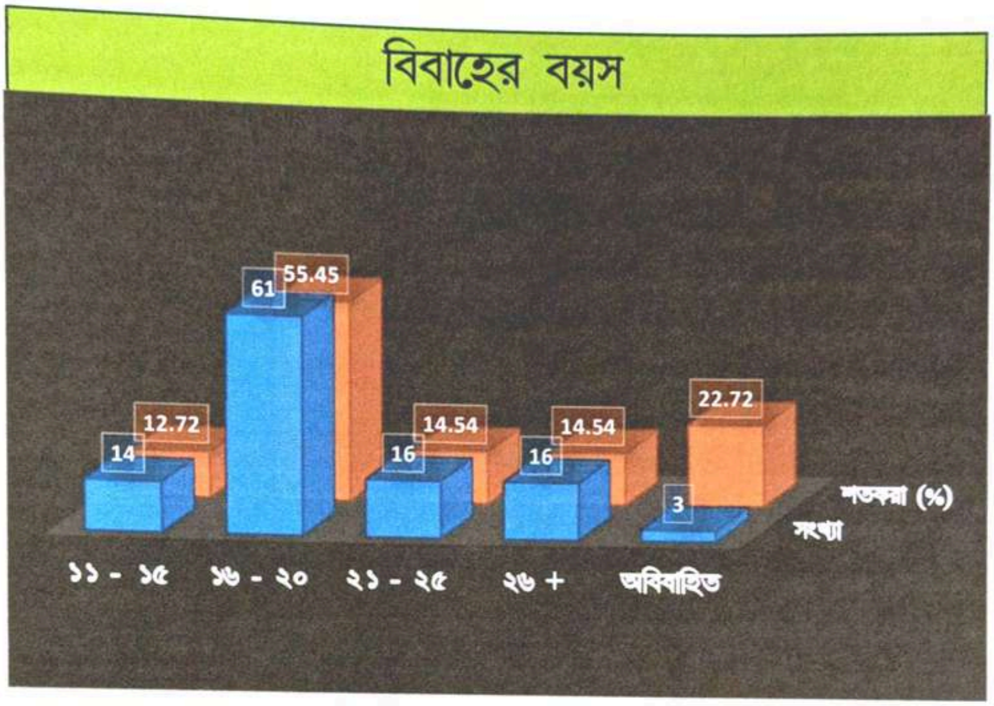
বিবাহের বয়স
61
55.45
14
12.72
16
14.54
16
14.54
3
22.72
শতকরা (%)
সংখ্যা
১১ - ১৫
১৬ - ২০
২১ - ২৫
২৬ +
অবিবাহিত

তৃতীয় অধ্যায় - জীবনবৃত্ত

ভূমিকা :

তৃতীয় অধ্যায় বা এই জীবনবৃত্তি নামক অধ্যায়ে উত্তরদাতার জীবনে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যাকে নিয়ে নানা না জানা ইতিহাস এখানে বর্ণিত করা হল।

Case Study - 1

নাম - পার্বতী রানা
বয়স - 34 বছর
লিঙ্গ - মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা - চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।
জাতি - General
ধর্ম - হিন্দু
পেশা - কৃষক
বার্ষিক আয় - 60 হাজার

হুগলি সংবাদ মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে আমরা মুকুন্দপুর গ্রামে আত্মহত্যা সম্পর্কে গবেষণা করে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছি, যে বাড়িগুলি আমরা অধ্যায় আগে আত্মহত্যা সম্পর্কে জানা নানা তথ্য আমরা বিশ্লেষণ করেছি। তাই তৃতীয় অধ্যায়টির নাম হল 'জীবন বৃত্তি' বা case study, যেখানে উত্তরদাতার জীবনে আত্মহত্যা কে নিয়ে ঘটে যাওয়া নানান ইতিহাস বর্ণনা করা হবে।

উত্তরদাতার নাম পার্বতী রানা, যার বয়স 34 বছর ও তিনি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন পার্বতী রানার স্বামী পেশায় একজন কৃষক যার মাধ্যমে তাদের সংসার চলে এবং তাদের বার্ষিক আয় 60 হাজার টাকা। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা 6 জন যারা একটি যৌথ পরিবার। পার্বতী রানা এবং তার স্বামীর 2000 সালে

বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের সময় পার্বতী রাণার বয়স ছিল ১৫ বছর এবং তার স্বামীর বয়স ছিল ২০ বছর। পার্বতী রাণার বিয়ের সময় তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা অনেক টাকা পণ দেওয়ার দাবি করে এবং পার্বতী রাণার বাড়ির লোকেরাও অনেক টাকা দিয়ে তাদের বিয়ে দিয়েছিলো। পণে যৌতুক ছিল বিভিন্ন আসবাবপত্র, সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। পার্বতী রাণা এবং তার স্বামী যৌতুক প্রথা নেওয়া নিয়ে কোনরকম সমস্যা হয়নি বলে জানিয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল, তিনি বলেছিলো এই পণ দেওয়াতে তাদের বাবার বাড়িতে কোনরকম সমস্যা হয়নি, এবং তার শ্বশুর বাড়ির সদস্যরাও পণ দেওয়া নেওয়ার বিষয়ে পার্বতী রাণার উপর কোনোরকম শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করেনি। এবং তিনি বলেন যে এই প্রথার জন্য শুধুমাত্র শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই দায়ী তাই প্রথা দূর করার জন্য সমাজের লোকেদের সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং যে বাড়িতে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক পণ চাইবে সেক্ষেত্রে মেয়ের বাড়ির লোকেদের তাদের ব্যবস্থা নিতে হবে বা নেওয়া উচিত।

Case Study-2

নাম – সাবিনা খাতুন
বয়স – ২১ বছর
লিঙ্গ – মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা – B.A

জাতি – মুসলিম
ধর্ম – ইসলাম
পেশা – private job
মাসিক আয় – ১৫-১৫ হাজার

সাবিনা খাতুন একজন মুসলিম পরিবারের মেয়ে যার বাড়ির মোট সদস্যসংখ্যা ৩ জন। সাবিনা খাতুনের বাবা ছিলেন দিনমজুর তিনি মারা গেছেন এবং তার মা এর মধ্যে বয়স হওয়ায় বাড়ির ছোটোখাটো কিছু কাজ করে এবং সাবিনা খাতুনের দাদা একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেন। সাবিনা খাতুন এখন B.A পড়ছেন। সাবিনা খাতুন এই পণপ্রথা বিষয়টিকে একদমই মেনে নিতে পারেননি। কারণ পণপ্রথা হলো সমাজের অভিশাপ যেখানে কোনো মেয়ের বাড়ির লোকেরা যদি ছেলের বাড়িতে পণ দিতে না পারে তাহলে সেই মহিলার ওপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যদি ছেলের বাড়িতে পণ দিতে না পারে তাহলে সেই মহিলার ওপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা শারীরিক-মানসিক নানারকম অত্যাচার করে থাকে। কখনো আবার একেবারে মেরেও ফেলে। তাই এই পণপ্রথার জন্যই মুসলিম মেয়েরাই নানা ভাবে অত্যাচারিত ও শোষিত হয়। এই কারণে তিনি বলেছিলেন মেয়ের উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে দরকার এবং কম বয়সে বিয়ে করা একেবারেই উচিত না। মেয়েদের অন্তত ২৫-২৬ বছর বয়সে বিয়ে করা উচিত বলে সাবিনা খাতুন মনে করেছেন। এবং তিনি এটাও বলেন যে ছেলে বা ছেলের বাড়ির সদস্যরা পণ ছাড়া বিয়ে করতে তাদেরকেই শুধু বিয়ে করবে। তার আগে তিনি উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। তিনি বলেন এই পণপ্রথা দূর করার জন্য প্রথমত সমাজের মানুষদের আগে সচেতন হতে হবে বা হওয়া খুব প্রয়োজন। সমাজের মানুষেরা সচেতন না হলে এই পণপ্রথা নামক সামাজিক অভিশাপকে কখনোই দূর করা যাবে না। তাই মেয়েরা অত্যাচারিত হলে সবসময় মুখ বুজে সব সহ্য করাটাও অন্যায় বলে মনে করেন তাই মেয়েদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে এবং আইনি সাহায্য নিতে হবে বলে মনে করেন বা বলেছেন।

Case Study 3

নাম - ফাতিমা বিবি
বয়স - 30 বছর
লিঙ্গ - মহিলা
জাতি - মুসলিম

ধর্ম - ইসলাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা - পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত
পেশা - গৃহবধূ
বার্ষিক আয় - 50-60 হাজার

ফাতিমা বিবি একজন ইসলাম ধর্মের মহিলা এবং তিনিই তাঁর পরিবারের প্রধান কর্তা; কারণ তাঁর স্বামী মারা গেছেন এবং তাদের বাড়ির মোট সদস্যসংখ্যা 3 জন। তিনি সাধারণভাবে বসবাস করে নিজের সংসার চালান। তাদের পরিবারের বার্ষিক আয় মাত্র 50-60 হাজার টাকা, ফলে তাদের খুব কষ্টের মধ্যে সংসার চালাতে হয়। ফাতিমা বিবি এই পণপ্রথা বিষয়টিকে একটি সামাজিক অভিশাপ বলে মনে করেন; কারণ এই পণপ্রথাই ফাতিমা বিবিকে জীবনে অনেক দুঃখ দিয়েছে। কারণ ফাতিমা বিবির বিয়ের সময় তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা প্রচুর পরিমাণ পণ দাবি করেছিলেন তাই ফাতিমা বিবির বাড়ির লোকেরা তাদের জায়গা জমি বিক্রি করে অনেক টাকা পণ দিয়ে ফাতিমা বিবির বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফাতিমা বিবির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এত পণ নেওয়া সত্ত্বেও ফাতিমা বিবির উপর নানারকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতো এবং নিজের ঘর ছেড়ে দিতে বলতো। তারপর অবশেষে ফাতিমা বিবি অনেক কষ্ট সহ্য করেও এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন এবং যখন তিনি আইনি ব্যবস্থার সাহায্য নেন এবং এই অত্যাচার থেকে তিনি মুক্তি পান এবং তার একটি আলাদা বাড়ি করে একটি ছোট পরিবারে বসবাস করে এখন তার এই পণ নিয়ে কোনোরকম অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয় না। এবং তিনি বলেন এই পণপ্রথার জন্য শুধুমাত্র শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই দায়ী তাই তিনি বলেন মেয়েরা যদি এই অত্যাচারের শিকার হয় তাহলে দ্রুত তাড়াতাড়ি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আর তিনি বিয়ের সময় এই পণ দেওয়া নেওয়া বিষয়টিকে একেবারেই অপছন্দ করেন, আর এই পণপ্রথা নামক সামাজিক অভিশাপকে দূর করার জন্য সমাজের মানুষদেরকে সচেতন হতেই হবে এমনকি সরকারকেও এই পণপ্রথা বিষয়টিকে বন্ধ করা উচিত না হলে অনেক মেয়েকে এই পণপ্রথায় অত্যাচারিত হয়ে প্রাণ হারাতে হয়।

Case Study – 4

নাম – বাহাতুন বিবি
বয়স – ৬৩ বছর
জাতি – মুসলিম
ধর্ম – ইসলাম

লিঙ্গ – মহিলা
শিক্ষাগত যোগ্যতা – অশিক্ষিত
পেশা – কৃষক
বিবাহিত আয়ু – ১০ – ১২ বছর

বাহাতুন বিবি একজন ইসলাম ধর্মের মহিলা, তাদের পরিবারের প্রধান কর্তা হলেন মোঃ কায়েম উদ্দিন স্বামী। তাদের পরিবারের মোট সদস্যসংখ্যা ৫ জন তাদের একক পরিবার। তাদের পেশা হলো কৃষিকাজ এই কৃষিকাজ থেকে তাদের বছরে ৭০ - ৭২ হাজার টাকা আয় যাদের তাদের পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণে চলে যায়। বাহাতুন বিবি এবং মোঃ কায়েম উদ্দিন ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো কিন্তু তা ও সত্ত্বেও বাহাতুন বিবির শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তার বাবার বাড়ির থেকে পণ চেয়েছিলো এমনকি বাহাতুন বিবির বাবার বাড়ির লোকেরা তাদের জায়গা - জমি বিক্রি করে বাহাতুন বিবির শ্বশুর বাড়িতে পণ স্বরূপ টাকা - পয়সা দিতে হয়েছিল। কিন্তু এই পণের জন্য বাহাতুন বিবির শ্বশুর বাড়ি থেকে কোনো অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। বাহাতুন বিবি এই পণ দেওয়া নেওয়া বিষয়টিকে অপরাধের চোখে দেখেননি বা দেখতে পারেননি কারণ এই পণ দেওয়া নেওয়াতে মেয়ের বাড়ির লোকেদের নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়ের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ পণ দিতে না পারায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তাই এই পণপ্রথা বিষয়টিকে আমাদের দূর করা একান্ত প্রয়োজন তাই সমাজের সব মানুষকে পণ প্রথা বিষয়টিকে নিয়ে সচেতন হতে হবে আর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যদি পণ নেওয়ার জন্য মেয়ের বাড়িতে অতিরিক্ত চাপ দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে তবেই আমাদের সমাজ থেকে এই পণ প্রথা বিষয়টিকে দূর করা যাবে।

Case Study - 5

নাম – পঙ্কজ সাউরিয়া
বয়স – ৪৭ বছর
জাতি – SC
ধর্ম – হিন্দু
লিঙ্গ – পুরুষ
পেশা – School Teacher (প্রাইভেট)
শিক্ষাগত যোগ্যতা – H.S
বার্ষিক আয় – ৩ লাখ 60 হাজার

পঙ্কজ সাউরিয়া যার বয়স ৪৭ বছর তাঁর বাড়ির সদস্য সংখ্যা মোট 11 জন তাঁরা যৌথ পরিবারে বাস করেন এবং তাঁর ছেলে প্রাইভেট স্কুল শিক্ষক যার বছরে আয় ৩ লাখ 60 হাজার টাকা। পঙ্কজ সাউরিয়া তাঁর বিয়ের সময় তাঁর শ্বশুর বাড়ির থেকে পণ স্বরূপ অনেক কিছু পেয়েছিলেন যেমন নগদ টাকা, আসবাব, গয়না-গাটি, জমি বা সম্পত্তি ইত্যাদি। তিনি আজ 2023 এ দাঁড়িয়েও পণপ্রথা সমর্থন করেন। এমনকি তাঁর ছেলের বিয়ের সময় তাঁর শ্বশুর বাড়ির থেকেও তারা উপহার পণ নিয়েছিলেন। এইসব নিয়ে পঙ্কজ সাউরিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। তিনি আরও বলেন যে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময়ও তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়িতে সাধারণ পণ দিয়েছিলেন বা দিতে হয়েছিল। কারণ পণপ্রথার জন্য মূলত দায়ী হল সমাজ, সমাজে এই পণপ্রথা প্রচলিত রয়েছে বলেই মেয়ের বাড়ি থেকে প্রচুর পণ দিতে হচ্ছে এবং হবে। এমনকি পণ দিলে মেয়েরা তাদের শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় বলে মনে করেন। পণ না দিলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মেয়েরা তাঁর শ্বশুর বাড়িতে মানসিক - শারীরিক অত্যাচারের শিকার হচ্ছে এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদও হতে পারছে। পঙ্কজ সাউরিয়া মনে করেন এই পণপ্রথাকে দূর করার জন্য সমাজের মানুষদের সুশিক্ষিত এবং সচেতন হতে হবে এবং সরকারের পণপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, আর মেয়েরা অত্যাচারিত হলে সে যাতে চুপ না করে পুলিশি সাহায্য নিতে হবে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে বলে মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সারাংশ ও উপসংহার

ভবানীপুর গ্রামে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের পণপ্রথা সম্পর্কে পাওয়া উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করেছি তার পরে শেষ অধ্যায় বা চতুর্থ অধ্যায়টি হল সারাংশ ও উপসংহার বা সারমর্ম। এই অধ্যায়টিতে আমরা পুরো গবেষণাপত্রের পদ্ধতির সারমর্ম উপস্থাপিত করেছি।

এই পুরো গবেষণাপত্রের পদ্ধতিতে মোট চারটি অধ্যায় আছে সেগুলি হল —

1. প্রথম অধ্যায় হল ভূমিকা,
2. দ্বিতীয় অধ্যায় হল প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ,
3. তৃতীয় অধ্যায় হল তথ্য সূত্র।
4. আর চতুর্থ অধ্যায় হল সারাংশ ও উপসংহার বা সারমর্ম,

- প্রথম অধ্যায়ে যেসব বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে বা প্রকল্পের সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে পণপ্রথা বিষয়টিকে নিয়ে যেসব বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলাম সেগুলি হল পণপ্রথা যে সমাজের প্রতি এক সমস্যা বা অভিশাপ বলে সবাই মনে করে তার কারণ কী? অর্থাৎ কেন পণপ্রথাকে সমাজের প্রতি এক অভিশাপ বলে মনে করা হয় তা দেখার জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হল সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? সামাজিক সমস্যা কতপ্রকার? পণপ্রথার সংজ্ঞা? পণপ্রথার ইতিহাস? পণপ্রথার বৈশিষ্ট্য? বিষয় নির্বাচন, গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্নাবলী, প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে তা জানার চেষ্টা করেছি এবং তাছাড়াও গবেষণাপত্রের পদ্ধতিতে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা এই প্রথম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনার করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুন্দরপুর গ্রামে আমরা যে গবেষণা করেছিলাম, সেখান থেকে যে তথ্যগুলি আমরা সংগ্রহ করেছি সেগুলি সারণী আকারে এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। সমস্ত শতকরা (%) হিসাবে বা পার্সেন্টেজে তৈরি করেছি, সেই তথ্যগুলি হল উত্তরদাতার সংখ্যা, মোট জনসংখ্যা, উত্তরদাতার বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, উপার্জন বা মাসিক আয়, বাড়ির ধরন, পরিবারের ধরন, উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেয়েদের উপযোগিতা প্রভৃতি বিবাহের সময়ের সারণী তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে উত্তরদাতার জীবনে পণ-প্রথাকে নিয়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, ইতিহাস যা আমাদেরকে বলেছেন তা এখানে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

উপসংহার –

উপসংহারে আমি একথা পর্যবেক্ষণ হিসেবে বলতে পারি উপরে উল্লিখিত আলোচনা সমস্ত ক্ষেত্রে থেকে আজও এই পণপ্রথা সমাজের একটি অভিশাপ রূপে থেকে গেছে, সমাজের মানুষ সচেতন না হলে এই পণপ্রথা নামক অভিশাপ বা অভিশপ্ত বিষয়টি হয়তো এভাবে চলতে পারে।

এই পণপ্রথা হল একটি সামাজিক ব্যাধি বা সমাজের একটি বড় অভিশাপ বা সমস্যা বলতে পারি। একজন সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে এই পণপ্রথার নামক সমস্যাকে সামনে তুলে নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি, তা থেকে যা বুঝেছি কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে হয়তো এই পণপ্রথা নামক সামাজিক সমস্যা দূর করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

(1) সমাজ সমাজতাত্ত্বিকদের সমাজের মানুষদেরকে এ বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে।
(2) সমাজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে।
(3) কোনো ছেলে যদি পণ নিয়ে বিয়ে করতে চায় তাহলে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।
(4) পণ নেওয়া বিষয়টিকে প্রতিরোধ করতে হবে।
(5) পণ নেওয়া বিষয়টিকে দূর করার জন্য সরকারেরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করি।

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 11:07 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 09:49 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 09:34 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 09:09 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 10:09 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WH6+WP, Muradpur, West Bengal 721625, India
Lat 22.078272°
Long 87.910375°
12/02/23 10:46 AM GMT +05:30

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE
হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ
প্রশ্নতালিকা (Schedule)
বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
[Dowry as a Social Problem]

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৪) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐

২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐

২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অঁভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পন নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

সমীক্ষকের স্বাক্ষর